বাহন বদল

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

সরস্বতী চড়ল প্যাঁচায়, লক্ষ্মী চড়েন হাঁসে
তাই-না-দেখেই নন্দী-ভৃঙ্গী ডিগবাজি খায় ঘাসে।
গণেশ দাদার ময়ূর প্রিয়, তাই ময়ূরে চ'ড়ে
বললে, ময়ূর পাখির রানি, ওরা ভালোই ওড়ে।

হিরো-কার্তিক চড়ল সিংহে, সিংহ বললে—ওরে
এক্ষুনি নাম্, নইলে মুখে কামড়ে দেব জোরে!
কার্তিক কেশর জাপটে ধরে, চেঁচায় সিংহবাবু
ও মা বাঁচাও, তোমার পোলা করল আমায় কাবু!

শুনেই দুর্গা দৌড়ে এলেন, লাফিয়ে এলেন ভোলা
এসেই দেখেন ছেলেমেয়েদের সব্বার গালফোলা!
শিব বললেন, কী হয়েছে, বল্ তো তাড়াতাড়ি
পরের বাহন নিয়ে কেন সব করিস কাড়াকাড়ি?

আদ্দিকালের বাহন এসব রদ্দি-বস্তাপচা
কোথায় গেলি নন্দী-ভৃঙ্গী, আন্ তো আমার 'র'-চা!
সাতসকালেই ঝগড়াঝাঁটি, ধরল আমার মাথা
এসব বাহন অচল এখন, বোগাস....বাজে...যা-তা!

যুগ যে কতই বদলে গেছে, বলব তোদের সে কী
ইঁদুর-ছুঁচো আর চলে না, ময়ূর-পেঁচা-ঢেঁকি!
রকেট-বিমান-হেলিকপ্টার, কত কিছুই আছে
এসব বাহন খুব সুবিধের, সময় অনেক বাঁচে!

সময় ছাড়াও যাতায়াতের কমবে কতই ধকল
চাইছি আমি, এরা বাহনের জায়গা করুক দখল!
গণশা-কেতো-লক্ষ্মী-সুরো উঠল নেচে গেয়ে
বলল, আমরা 'লাকি' তোমার মতন 'ড্যাডি' পেয়ে।

অবাক হয়েই দেখছ কী মা, বাবার কাছে শেখো
'নতুন বাহন' দিলেন বাপী, সবাই মনে রেখো!
ড্যাডি আমাদের ফ্যান্টাসটিক, উদার-পরান খোলা
আয় তাই সব চেঁচিয়ে বলি, জয় বাবা ব্যোমভোলা!

পাঠ-সহায়ক

পরিচিতি : ভবানীপ্রসাদ মজুমদার ১৯৫৩ সালে হাওড়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা শিশুসাহিত্যে কবিতার জগতে তিনি অত্যন্ত সুপরিচিত। বিচিত্রধর্মী ছড়া রচনায় তিনি এই সময়ের সর্বজনশ্রদ্ধেয় কবি পরে হাসির ছড়া রচনায় তাঁর সমকক্ষ খুব কম কবিই আছেন। তাঁর ছড়ার বইগুলি হল—'মজার ছড়া', র', 'মিষ্টে কড়া ভূতের ছড়া', 'মিঠে কড়া পশুর ছড়া' ইত্যাদি। তাঁর লেখার স্বীকৃতি বাংলা আকাদেমি তাঁকে দিয়েছেন